জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

তারিখ ঃ 11 DEC 2017

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক প্রথম আলো

প্রথম আলো

দ

জনতা ব্যাংকের সিইও ও এমডি আবদুছ ছালাম আজাদ

মো. আবদুছ ছালাম আজাদ জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) হিসেবে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি একই ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। ১৯৮৩ সালে এই ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। জনতা ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ১৯৫৮ সালে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের চর নবীপুর গ্রামে মো. আবদুছ ছালাম আজাদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে সম্মানসহ এম এ পাস করেন। বিজ্ঞপ্তি

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : ডেসটিনি

তারিখ : 1[illegible] DEC 2017

জনতা ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি হলেন মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ

মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ (এফএফ) সম্প্রতি জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন। সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি একই ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তারও আগে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ ১৯৮৩ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে জনতা ব্যাংকে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। জনতা ব্যাংক লিমিটেডের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন শাখার প্রধানসহ বিভিন্ন কর্মস্থলে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন শাখা ও ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৭১ সালে তিনি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। দেশে বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন।

মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ ১৯৫৮ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাস্থ চর নবীপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম আনসার আলী এবং মাতার নাম মরহুম সূর্য বানু নেসা। তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ হতে এইচএসসি পরীক্ষা পাশ করার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সম্মান ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের একজন ডিপ্লোমেড এসোসিয়েট। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ **The Daily Sun**

তারিখ ঃ 11 DEC 2017

Janata Bank CEO and Managing Director Md Abdus Salam Azad speaks at the Branch Managers' Conference of Chittagong Division of the bank on Saturday. Deputy managing directors of the bank Md Helal Uddin and Dr Md Foroz Ali were present.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ **The Independent**

তারিখ ঃ 1 1 DEC 2017

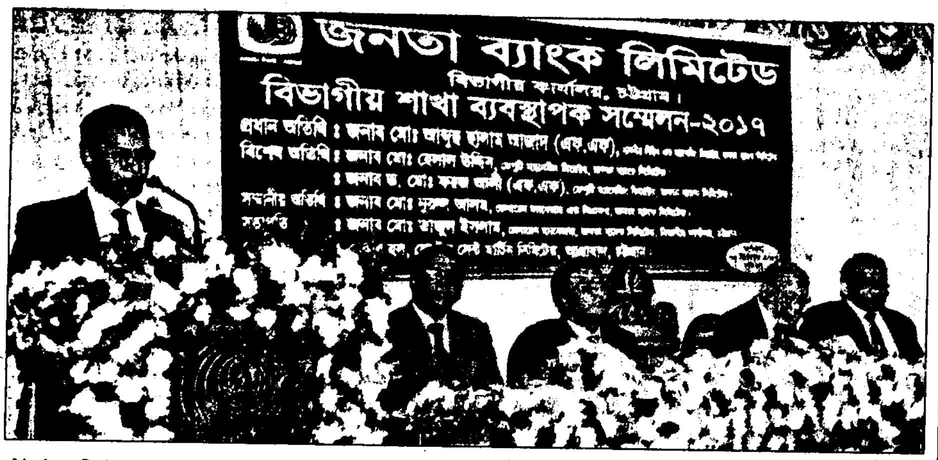

Abdus Salam Azad, managing director and CEO of Janata Bank Limited, speaks at a branch managers' conference held in Chittagong on Saturday. Deputy Managing Directors of the bank – Helal Uddin, and Foroz Ali, were present at the programme. PHOTO: COURTESY

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ **dailyobserver** তারিখ ঃ 11 DEC 2017

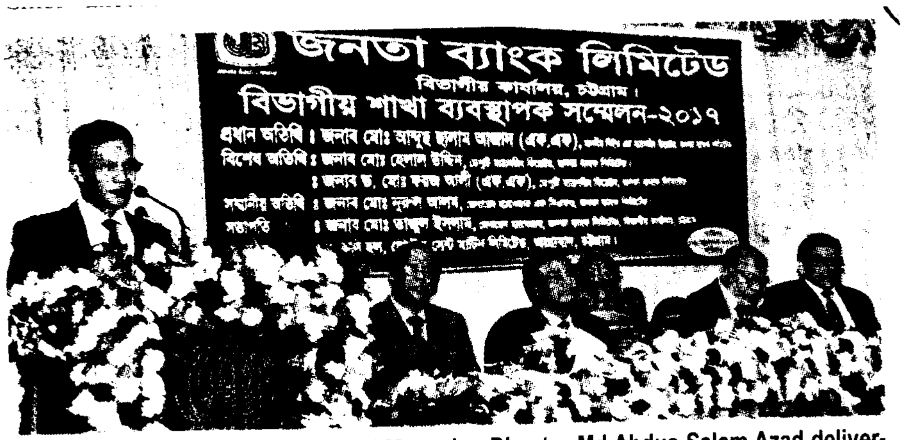

Janata Bank Limited (JBL) CEO and Managing Director Md Abdus Salam Azad delivering his speech as the chief guest at Branch Managers Conference-2017 organised by the bank for Chittagong Division held in the port city on Saturday with JBL General Manager (Chittagong Divisional Office) Md Tajul Islam in the chair. The bank's Deputy Managing Directors Md Helal Uddin and Dr Md Foroz Ali, and General Manager Md Nurul Alam attended the conference along with its concern branch managers. PHOTO: BANK

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পত্রিকার নাম **The New Age** তারিখ 11 DEC 2017

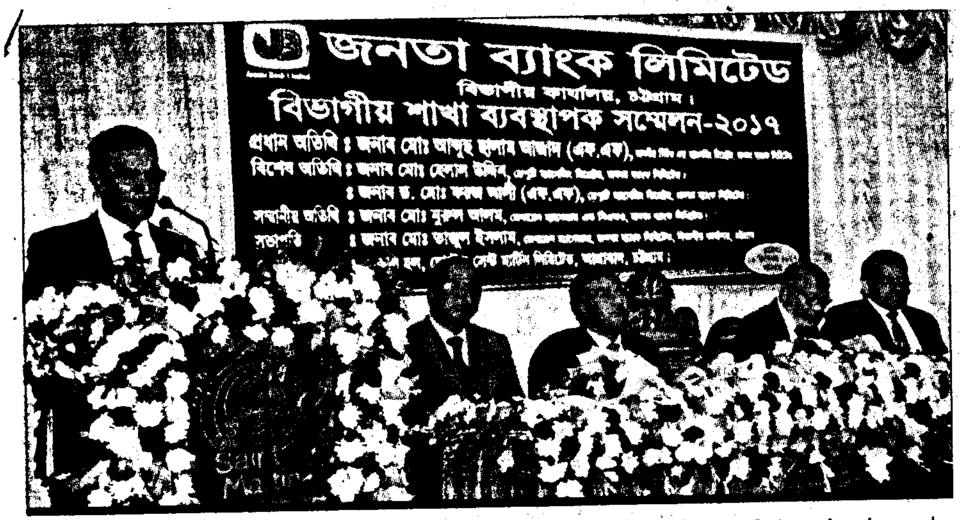

Janata Bank chief executive officer and managing director Md Abdus Salam Azad speaks at the Branch Managers Conference of Chittagong Division of the bank in Chittagong on Saturday. Bank's deputy managing directors Md Helal Uddin and Md Foroz Ali were present, among others. — New Age photo

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : **The News Today**

তারিখ : 11 DEC 2017

Md. Abdus Salam Azad, chief executive officer and Managing Director of Janata Bank Limited delivering speech as the Chief Guest of Branch Managers Conference of Chittagong Division on Saturday. Md Helal Uddin, and Dr. Md Foroz Ali DMDs of Janata Bank Limited and GM Md Nurul Alam were present while Md Tajul Islam, GM of Divisional Office presided over the conference.

পত্রিকার নাম : **দৈনিক কালের কণ্ঠ** তারিখ : 11 DEC 2017

জনতা ব্যাংক : জনতা ব্যাংক চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন সম্প্রতি নগরের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের সিইও ও এমডি মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মো. হেলাল উদ্দিন ও ড. মো. ফরজ আলী, মহাব্যস্থাপক ও সিএফও মো. নুরুল আলম এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন এরিয়া প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকরা

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক যুগান্তর

তারিখ ঃ 1 1 DEC 2017

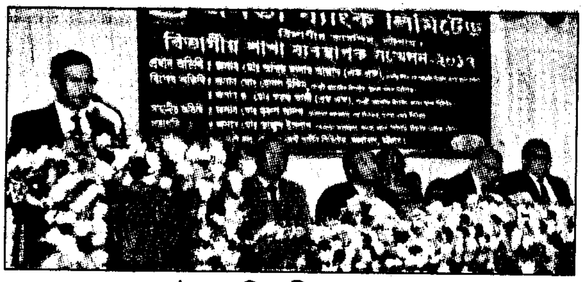

জনতা ব্যাংকের চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন

জনতা ব্যাংক লিমিটেড চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন ৯ ডিসেম্বর নগরীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুছ ছালাম আজাদ। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মো. হেলাল উদ্দিনসহ অতিথিরা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ **দৈনিক বণিক বার্তা**

তারিখ ঃ 11 DEC 2017

জনতা ব্যাংকের চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন শনিবার নগরীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সম্মেলনে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হেলাল উদ্দিন ও ড. মো. ফরজ আলী, মহাব্যবস্থাপক ও সিএফও মো. নুরুল আলমসহ বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন এরিয়া প্রধান ও সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকরা উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ **দৈনিক জনকণ্ঠ**

তারিখ ঃ 11 DEC 2017

জনতা ব্যাংক চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন শনিবার নগরীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংকের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুছ ছালাম আজাদ

পত্রিকার নাম ঃ **দৈনিক জনকণ্ঠ**

তারিখ ঃ 11 DEC 2017

জনতা ব্যাংক চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন শনিবার নগরীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংকের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুছ ছালাম আজাদ

পত্রিকার নাম ঃ **দৈনিক ভোরের কাগজ** তারিখ ঃ 11 DEC 2017

–জনতা ব্যাংক

জনতা ব্যাংক জনতা ব্যাংক লিমিটেড চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন গত ৯ ডিসেম্বর নগরীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুছ ছালাম আজাদ। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মো. হেলাল উদ্দিন ও ড. মো. ফরজ আলী, মহাব্যবস্থাপক ও সিএফও মো. নুরুল আলম এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন এরিয়া প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকরা। বিজ্ঞপ্তি

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ **দৈনিক যায়যায়দিন** তারিখ ঃ 11 DEC 2017

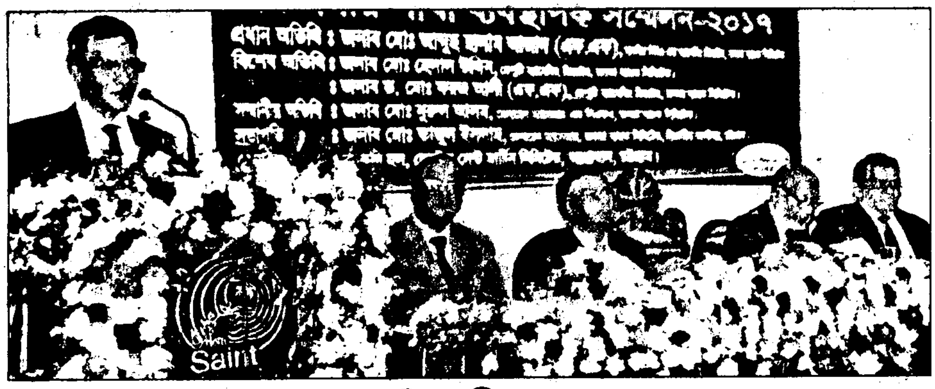

জনতা ব্যাংকের চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন গত ৯ ডিসেম্বর নগরীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংকের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ব্যাংকের ডিএমডি মো. হেলাল উদ্দিন ও ড. মো. ফরজ আলী, মহাব্যবস্থাপক ও সিএফও মো. নুরুল আলম এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন এরিয়া প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম: দৈনিক ভোরের ডাক

তারিখ: 11 DEC 2017

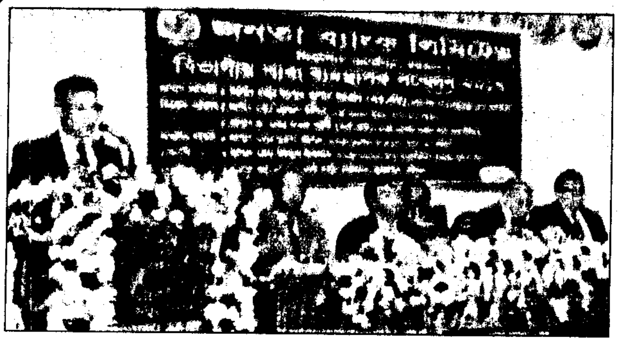

জনতা ব্যাংকের চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন

জনতা ব্যাংক লিমিটেড চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন গত শনিবার নগরীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো: তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মো: হেলাল উদ্দিন ও ড. মো: ফরজ আলী, মহাব্যবস্থাপক ও সিএফও মো: নুরুল আলম এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন এরিয়া প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকগণ।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ **দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ** তারিখ ঃ 11 DEC 2017

জনতা ব্যাংক লিমিটেড চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন সম্প্রতি নগরীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুছ ছালাম আজাদ। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ হেলাল উদ্দিন ও ড. মোঃ ফরজ আলী, মহাব্যবস্থাপক ও সিএফও মোঃ নুরুল আলম এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন এরিয়া প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকরা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ **আজকালের খবর** তারিখ ঃ 11 DEC 2017

জনতা ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন

জনতা ব্যাংক লিমিটেড চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন গত শনিবার নগরীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ। এ সময় চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. তাজুল ইসলাম, ব্যাংকের ডিএমডি মো. হেলাল উদ্দিন ও ড. মো. ফরজ আলী, মহাব্যবস্থাপক ও সিএফও মো. নুরুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : দৈনিক মানবজমিন

তারিখ : 11 DEC 2017

জনতা ব্যাংক লিমিটেড চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন ৯ই ডিসেম্বর নগরীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড-এর সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মো. হেলাল উদ্দিন ও ড. মো. ফরজ আলী, মহাব্যবস্থাপক ও সিএফও মো. নুরুল আলম এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন এরিয়া প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকগণ। বিজ্ঞপ্তি

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ **দৈনিক জনতা**

তারিখ ঃ 11 DEC 2017

জনতা ব্যাংক লিমিটেড চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন গত শনিবার নগরীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ। এসময় চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মো. হেলাল উদ্দিন ও ড. মো. ফরজ আলী, মহাব্যস্থাপক ও সিএফও মো. নুরুল আলম এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন এরিয়া প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকগণ -জনতা

দৈনিক বণিক বার্তা

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট

11 DEC 2017

বেসরকারি ব্যাংক

এমডিদের পদ রক্ষায় কাজে আসছে না কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুরক্ষানীতি

হাছান আদনান ■

গত তিন বছরে বেসরকারি ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছে তিনজন ব্যবস্থাপনা পরিচালককে (এমডি)। পরিচালনা পর্ষদে পরিবর্তনের কারণে চাপের মুখে এ বছর চাকরি হারাতে হয়েছে দুজন এমডিকে। পর্ষদের চাহিদা পূরণ করতে না পারায় সর্বশেষ গত ২০ নভেম্বর পদত্যাগ করতে হয়েছে মেঘনা ব্যাংকের এমডি মোহাম্মদ নূরুল আমিনকেও। গুঞ্জন আছে, পরিস্থিতির কারণে পদ হারাতে হতে পারে আরো একাধিক ব্যাংকের এমডিকে।

ব্যাংক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সুরক্ষায় ২০১৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর পরিপত্র জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। 'ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর নিযুক্তি ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কিত বিধিবিধান' শীর্ষক ওই নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীকে পরিচালনা পর্ষদ অপসারণ অথবা তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে চাইলেও 'প্রকৃত কারণ উল্লেখপূর্বক' কমপক্ষে এক মাস আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অবহিত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া নিয়োগ চুক্তি বাতিল কিংবা প্রধান নির্বাহীকে পদত্যাগে বাধ্য করানো যাবে না। যদিও চলতি বছর ব্যাংকগুলোর এমডি ও প্রধান নির্বাহীদের পদত্যাগের ক্ষেত্রে এর কোনোটিই মানা হয়নি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশের ব্যাংকগুলোয় অনেক মৌলিক বিধান উপেক্ষিত হলেও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক নমনীয় থেকেছে। এতে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় থাকা শীর্ষ ব্যক্তির চাকরিও নড়বড়ে অবস্থার মধ্যে পড়ছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর চেয়ারম্যানসহ পরিচালকদের ক্ষমতা বাড়ছে। এর বিপরীতে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় দুর্বল হচ্ছে এমডিদের কর্তৃত্ব।

এ নিয়ে বেসরকারি খাতের অন্তত ১০টি ব্যাংকের এমডির সঙ্গে কথা হয়। ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় নিজেদের কর্তৃত্ব হারানোর কথা স্বীকার করেছেন তাদের প্রায় সবাই। তারা বলছেন, চেয়ারম্যান বা পর্ষদ সদস্যদের অযাচিত চাহিদার বিপরীতে গেলেই পদ হারানোর ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। যদিও পদে থাকা অবস্থায় এমডিদের কেউই আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিতে চাননি।

পর্ষদ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি ব্যাংক নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের এমডি আনিস এ খানও। *বণিক বার্তার* পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি শুধু বলেন, দেশের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন আরো বাড়ানো প্রয়োজন। এমডিদের কাজ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক যে ধরনের নীতিমালা দিয়েছে, সেভাবে কাজ করতে দেয়া উচিত। এর বাইরে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সম্পর্কে আমরা কোনো মন্তব্য করতে পারি না।

তবে ব্যাংকের এমডিরা পর্ষদের কাছে নয়, বরং যেকোনো কাজের জন্য তারা পুরোপুরি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ বলে মনে করেন বেসরকারি ব্যাংক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের (বিএবি) চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার। এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে থাকা এ উদ্যোক্তা বলেন, এমডিরা তাদের প্রতিটি কাজের জন্য পর্ষদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। তাদের জবাবদিহিতার জায়গা হলো বাংলাদেশ ব্যাংক। সুতরাং পর্ষদের অনৈতিক দাবি এমডিরা শুনবেন বা মানবেন কেন? পরিচালকরা অন্যায় আবদার করলে এমডি বাংলাদেশ ব্যাংকে অভিযোগ করবেন। অন্যায় করতে বাধ্য করার চেষ্টা করলে এমডিরা পদত্যাগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। কারণ ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় এমডিরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীকে পরিচালনা পর্ষদ অপসারণ অথবা তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে চাইলেও 'প্রকৃত কারণ উল্লেখপূর্বক' কমপক্ষে এক মাস আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অবহিত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া নিয়োগ চুক্তি বাতিল কিংবা প্রধান নির্বাহীকে পদত্যাগে বাধ্য করানো যাবে না। যদিও চলতি বছর ব্যাংকগুলোর এমডি ও প্রধান নির্বাহীদের পদত্যাগের ক্ষেত্রে এর কোনোটিই মানা হয়নি

চাকরিজীবনের শেষ সময়ে সাউথইস্ট ব্যাংক ছেড়ে চলতি বছরের ২৯ অক্টোবর সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের (এসআইবিএল) এমডি পদে যোগদান করেছিলেন সহিদ হোসেন। মাত্র সাত মাস দায়িত্ব পালনের পর গত ৩০ অক্টোবর এসআইবিএলের এমডি পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য হন তিনি। মূলত ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদে পরিবর্তনের অংশ হিসেবেই এমডি পদ থেকে সহিদ হোসেনকে পদত্যাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যমান এমডি সুরক্ষানীতি পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়েছে।

গতকাল সহিদ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, দীর্ঘ ব্যাংকিং জীবনে স্বাধীনভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখন যে যেখানে আছেন, নিজের চাকরি বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। ব্যাংকের এমডি পদটিকে ধর্মীয় অনুভূতির মতো করে নিতে হবে। একটি ব্যাংকে লাখো মানুষের আমানত থাকে। সে আমানতের যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ একটি পবিত্র দায়িত্ব। অনিয়ম হলে তাতে দুই পক্ষেরই অংশগ্রহণ থাকে। তবে এসআইবিএল থেকে পদত্যাগের বিষয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

২০১৩ সালে যাত্রা করা মেঘনা ব্যাংকে এমডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন মোহাম্মদ নূরুল আমিন। পর্ষদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় ঘাটতি তৈরি হওয়ায় ২০ নভেম্বর পদত্যাগ করেন তিনি। যদিও আগামী বছরের শেষ পর্যন্ত মেয়াদ ছিল তার।

কোন পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করেছেন? এমন প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলেও তিনি বলেন, ব্যাংকগুলোর এমডিদের সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের বাস্তবতা সম্পূর্ণ। এখানে স্বাধীনভাবে কাজ করা কঠিন। বহু আইন ও নীতিমালা আমাদের দেশে আছে। তবে 'বোকারা আইন মানবে, চালাকদের মানতে হবে না', এমন একটি নীতি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

এসআইবিএলে এমডি পদ শূন্য হলে চলতি বছরের শুরুত্বে ব্যাংকটিতে এমডি পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম শহিদুল ইসলাম। কিন্তু

এরপর ›› পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

এমডিদের পদ রক্ষায় কাজে আসছে না

১ম পৃষ্ঠার পর

ইউসিবি পর্ষদ তাকে নিজ ব্যাংকের এমডি পদে নিয়োগ দেয়ার কথা বলে ছাড়তে চায়নি। পরে ইউসিবি পর্ষদ শহিদুল ইসলামকে এমডি পদে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি যোগদান করতে পারেননি। পরে তিনি ইউসিবি ছেড়ে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে এএমডি পদে যোগদান করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর পর্ষদে অপ্রত্যাশিত রদবদল হাওয়ায় আগামী কয়েক মাসে বেশ কয়েকজন এমডিও চাকরি হারানোর আশঙ্কা করছেন।

এ পরিস্থিতিকে মোটেও স্বাভাবিক মনে করেন না ঢাকা ব্যাংকের এমডি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। তিনি বলেন, এমডিদের সুরক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংক যে নীতিমালা করেছে সেটি ভালো। তবে কোনো ব্যাংকের পর্ষদ যদি এমডির সঙ্গে কাজ করতে না চায়, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুরক্ষাকবচ তার জন্য কাজে আসে না। এটিই বাস্তবতা।

তবে এমডিদের সুরক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় বলে জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র শুভঙ্কর সাহা। তিনি বলেন, ব্যাংকগুলোর আর্থিক সুশাসন নিশ্চিত করা ও প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে পর্ষদের হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক আগেই বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নীতিমালা দিয়েছে। সেটি ঠিকমতো অনুসরণ হচ্ছে কিনা, তাও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। তাছাড়া প্রত্যেকটি ব্যাংকের পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি, অডিট কমিটিসহ সব কমিটির বৈঠকের পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তগুলো আমাদের কাছে আসে। ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও আমানতকারীদের স্বার্থের বিষয়টি আমরা সবসময়ই পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করি। এর পরও কিছু ঘটলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়।

এনআরবিসির চেয়ারম্যান ও এমডি পদে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রবাসী উদ্যোগে গঠিত নতুন প্রজন্মের এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটেছে। এ ছাড়া ব্যাংকটির সব কমিটির চেয়ারম্যান পদেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ে এক জরুরি পর্ষদ সভায় এসব পরিবর্তন হয়। তবে পরিচালক পদে সবাই বহাল আছেন।

এর আগে ফারমার্স ব্যাংকেও একই প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আসে। তাতে পদত্যাগে বাধ্য হন ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনানুষ্ঠানিক চাপে ব্যাংক দুটি পরিচালনা পর্ষদে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়। এ দুটি ব্যাংকই ২০১৩ সালে কার্যক্রমে আসে।

সূত্র জানায়, প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান ফরাছত আলী পদত্যাগ করায় তাঁর দায়িত্ব পেয়েছেন তমাল এস এম পারভেজ। ভাইস চেয়ারম্যান তৌফিক রহমান চৌধুরীর পদে দায়িত্ব পেয়েছেন মোহাম্মদ শহীদ ইসলাম। নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মনজুরুল ইসলামের পদে দায়িত্বে এসেছেন আবু বকর চৌধুরী। নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান নুরুন নবীর পরিবর্তে দায়িত্বে এসেছেন রফিকুল ইসলাম মিয়া আরজু। এ ছাড়া ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দ মুনসেফ আলীর পদে এসেছেন আদনান ইমাম। এমডি দেওয়ান মুজিবর রহমানকে তিন মাসের ছুটিতে পাঠানো হয়েছে, এ পদে চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডিএমডি কাজী মো. তালহাকে।

ফরাছত আলী

মুজিবর রহমান

> জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। এমডি করেছেন, এ জন্য তাঁকে তিন মাসের ছুটিতে পাঠানো হয়েছে
>
> **তমাল পারভেজ,** নতুন চেয়ারম্যান

এর আগে গত মঙ্গলবার গভর্নর ফজলে কবির এনআরবিসির এমডিকে অপসারণ করেন। একই সঙ্গে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে তাঁকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে যান এমডি। পরে আদালত বাংলাদেশ ব্যাংকের অপসারণ আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেন। এমডির আদালতে যাওয়ার বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ কারণে অনানুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকটিতে পরিবর্তন আনতে চাপ দেওয়া হয়। যার কারণে গতকাল তড়িঘড়ি করে এ পরিবর্তন আনা হয়।

নতুন চেয়ারম্যান তমাল এস এম পারভেজ গত রাতে *প্রথম আলো*কে বলেন, ব্যাংকের ভাবমূর্তি রক্ষায় এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। চেয়ারম্যানসহ সব কমিটিতেই পরিবর্তন এসেছে। নতুন সবাই প্রবাসী ব্যবসায়ী। এখন ব্যাংকটিকে নতুন করে সাজাবে নতুন পর্ষদ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এমডির মামলা প্রসঙ্গে তমাল পারভেজ বলেন, 'জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। এমডি করেছেন; এ জন্য তাঁকে তিন মাসের ছুটিতে পাঠানো হয়েছে।'

দেওয়ান মুজিবর রহমান বলেন, 'আমাকে জোর করে ছুটি দেওয়া হয়েছে। আমি ছুটির আবেদন করিনি।'

সূত্র জানায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে ২০১৬ সালে এনআরবিসির ৭০১ কোটি টাকা ঋণে গুরুতর অনিয়মের তথ্য বেরিয়ে আসে।

এসব অনিয়মের বিষয়ে ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ও এমডিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কেন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং এমডিকে কেন অপসারণ করা হবে না—তা জানতে চাওয়া হয় ওই নোটিশে। ওই নোটিশে অনিয়মের ১০টি অভিযোগ তুলে ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এনআরবিসির চেয়ারম্যান ও এমডির বিরুদ্ধে যে ১০টি অভিযোগ, তার ৭টির সঙ্গেই কোনো না কোনোভাবে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সদ্য সাবেক এক চেয়ারম্যানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এনআরবিসির চেয়ারম্যান ও এমডিকে দেওয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের নোটিশে বলা হয়, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য না হয়েও মার্কেন্টাইল ব্যাংকের এক পরিচালক এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অপর এক পরিচালক বেআইনিভাবে এনআরবিসি ব্যাংকের পর্ষদ সভায় উপস্থিত থেকেছেন।